দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 APR 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

এসএসসি পরীক্ষা

আজ দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এবার ৭ লাখেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে বলে জানা গেছে। স্কুল জীবনের সর্বশেষ এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এই পরীক্ষায় স্বভাবতই পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা একটা বিশেষ মানসিক চাপের মধ্যে আছে। শিক্ষা জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী এই পরীক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হোক, এটা যেমন পরীক্ষার্থীরা চায়, তেমনি অভিভাবক শ্রেণীও চায়। পরীক্ষাটি বিশেষ গুরুত্ববহ এই কারণে যে, এতে উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্যদিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষার বৃহত্তর ক্ষেত্রে পদার্পণ করবে। এদিক থেকে জাতীয় পর্যায়েও এসএসসি পরীক্ষা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

পরীক্ষা যাতে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ, দুর্নীতিমুক্ত ও সুশৃংখলভাবে অনুষ্ঠিত হয় সে জন্যে অন্যান্যবারের মত এবারও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই সব ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ব্যবস্থা হলোঃ (এক) প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক গঠিত ভিজিলেন্স টীম সার্বক্ষণিকভাবে সক্রিয় থাকবে। পরীক্ষা চলাকালে কোনোরূপ বিশৃংখলা সৃষ্টি বা অসদুপায় অবলম্বন সম্পর্কে এই টীমের রিপোর্ট মোতাবেক যে কোনো কেন্দ্রের পরীক্ষা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বাতিল, এমনকি পরীক্ষা কেন্দ্রও বাতিল করে দেওয়া হবে। (দুই) পরীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষক/শিক্ষিকা, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্বে অবহেলার জন্যে চাকরিচ্যুতি, সরকারী অনুদান বন্ধ ও বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি বাতিলসহ কঠোর শাস্তি বিধান করা হবে। (তিন) কোনো ব্যক্তির কারণে পরীক্ষা পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হলে পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চাকরিচ্যুতি, সরকারী অনুদান বন্ধ ও বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি বাতিল হবে বা হতে পারে। (চার) আইন-শৃংখলা রক্ষা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্যে কেন্দ্রের ২০০ গজের মধ্যে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকবে। পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত নয় এমন কেউ পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে আইনতঃ দণ্ডনীয় হবে। (পাঁচ) নকল করার অপরাধে ছাত্র-ছাত্রীকে চার বছর পর্যন্ত বহিষ্কার করা হবে বা হতে পারে।

গত কয়েক বছর আগেও পরীক্ষায় দুর্নীতি ও অসদুপায় অবলম্বন সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরীক্ষা কেন্দ্রে গোলযোগ, বিশৃংখলা, গোলাগুলী ছিল অবধারিত। নকল করার অধিকার দাবী করে মিছিল, ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও একশ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা দান কিংবা বিভিন্ন রকম দুর্নীতি করার ঘটনা এদেশে এক সময় বিরল কোনো ঘটনা ছিল না। এসব কারণে পরীক্ষা ব্যবস্থাই প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়েছিল। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ও দুর্নীতি প্রতিরোধে তখনও কিছু কিছু ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করা হতো, কিন্তু বাস্তবে তা কোনো কাজে আসতো না। বর্তমান সরকারের আমলে অবস্থার কিছুটা শুভ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিধি-বিধান বা ব্যবস্থা আরও কঠোরভাবে অনুসৃত হলে আরও উন্নত, সুষ্ঠু, সুশৃংখল ও দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয় বলা দরকার যে, পরীক্ষার আগে জারিকৃত কোনো কোনো ব্যবস্থার সুষ্ঠুতা ও ন্যায়সঙ্গতা প্রশ্নাতীত নয়। অনেক সময় এইসব ব্যবস্থার প্রয়োগ এবং অন্যান্য ব্যবস্থার অপপ্রয়োগে ছাত্র-ছাত্রী ও সংশ্লিষ্টরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ব্যক্তি বিশেষের অপরাধ ও দুর্নীতির কারণে পরীক্ষা আংশিক বা সম্পূর্ণ বাতিল কিংবা কেন্দ্র বাতিলের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। একজনের অপরাধে অনেকেই এ ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বা হওয়ার আশংকা থাকছে। এজন্যে যে ব্যবস্থাই নেওয়া হোক, আরও ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে নেওয়া উচিত এবং ব্যবস্থা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্টদের আরও সতর্ক হওয়া উচিত। এছাড়া বলাই বাহুল্য প্রয়োজনীয় আইনগত কঠোরতা আরোপই পরীক্ষা সুষ্ঠু, সুশৃংখল ও প্রত্যাশিত হওয়ার একমাত্র শর্ত নয়। যথাসময়ে প্রবেশপত্র প্রদান, নির্ভুল প্রশ্নপত্রের নিশ্চয়তা, খাতা ও প্রশ্নপত্রের যথাযথ সরবরাহ ইত্যাদির ওপরও পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সুষ্ঠুতা ও শৃংখলা বিশেষভাবে নির্ভর করে। এদিকেও ভালোভাবে নজর রাখা উচিত। আমরা আশা করতে চাই, এবারের এসএসসি পরীক্ষায় এ ধরনের কোনো বিচ্যুতি ঘটবে না। পরিশেষে পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ ও দুর্নীতিমুক্তভাবে অনুষ্ঠিত হোক— এই কামনা করি।